দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 NOV 1988

053

যশোর শিক্ষা বোর্ডের
চেয়ারম্যানের ভাষ্য

পরীক্ষায় নকল রোধ জোরদা
করায় এ বছর পাসের হার ক

যশোর, ২৪ নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পাসের হার সামগ্রিকভাবে

৭-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

যশোর বোর্ড
প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিগত বছরের তুলনায় কম হওয়ায় জনমনে নানারূপ প্রশ্ন ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রকাশ, গত ১০ নভেম্বর ১৯৮৮ সালের যশোর শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেছে, এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পাসের হার ৪টি বোর্ডের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং তা মাত্র ২৮·৭৯% যে ক্ষেত্রে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাসের হার যথাক্রমে ৬৩·১৫% এবং ৫৭·৭৫%, কুমিল্লা বোর্ডের ৬২·৭৬% এবং ৫১·৭০% সে ক্ষেত্রে যশোর শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার এত কম হওয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

এ ব্যাপারে যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর গাজী আব্দুস সালাম-এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানানঃ এ বছর পরীক্ষায় নকল রোধে কতিপয় কার্যক্রম জোরদার করার ফলে পাসের হার কম হয়েছে। উল্লেখ্য, এ সম্পর্কে ১০ নভেম্বর তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

সর্বোপরি এ বছর জুন মাসে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে গণটোকাটুকি রোধকল্পে খুলনা বিভাগের প্রত্যেকটি জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক করে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, শিক্ষাবিধ সমন্বয়ে ৭ সদস্য পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়। এছাড়া শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক সমন্বয়ে আরো ১৪টি পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়। তারা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ফলে যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো গণটোকাটুকি প্রায় ৮৫% রোধ করা সম্ভব হয়েছে বলে বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান দাবী করেন। ফলে পরীক্ষার পাসের হার ২৮·৭৯% নেমে এসেছে।

প্রকাশ থাকে যে, স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কতিপয় কর্মপন্থা ও কার্যক্রম হাতে নেন। এর মধ্যে রয়েছে— অবৈধভাবে ছাত্র-ছাত্রী আমদানী বন্ধকরণ, অবৈধভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম রেজিস্ট্রীকরণ, অধিকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে অবৈধভাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুবিধা রোধকরণ, যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও তদারকি কার্য জোরদারকরণ, এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, উপজেলা সদরের নিম্নে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলকরণ, পরীক্ষা গণটোকাটুকি রোধকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম অন্যতম এবং এসব কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য যশোর শিক্ষা বোর্ডসহ অন্যান্য শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত হন।

এছাড়া তিনি আরও জানান, এসব কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়নের জন্য যশোর শিক্ষা বোর্ড অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এতে খুলনা বিভাগের বহু কলেজের শিক্ষক, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিক, সমাজকর্মী প্রভৃতি সর্বস্তরের সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন তার ফলেই এই কার্যক্রম সাফল্যতা লাভে সক্ষম হয়েছে।

এদিকে আরও জানা গেছে, যশোর শিক্ষা বোর্ডে এ বছর ব্যাপক নকল রোধ তৎপরতার দরুন ৬৭,১৫৭ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪;৪১১ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার করা হয়েছে এবং আরো বহু পরীক্ষার্থী নকলের সুযোগ না পাওয়ায় পরীক্ষাদানে বিরত থাকে।

এ ব্যাপারে যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর গাজী আব্দুস সালাম দৃঢ়মত ব্যক্ত করে বলেন, "এভাবে আগামী দু'বছরে নকল রোধ করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীগণ অবশ্যই পড়ার টেবিলে ফিরে যাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে, শিক্ষার্থীগণ কোনরূপ নকল না করে ৮০% পাস করতে সক্ষম হবে এবং তা হবে দেশ ও জাতির পক্ষে কল্যাণকর।"